

আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনার আবেদন পত্র

পরিচালন অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম
সিধু কানু ভবন, কেবি-১৮, সেক্টর-৩,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯৮।

ফটো

(আঞ্চলিক / শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)

মহাশয়,

আমি / আমরা এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রকল্প ব্যয় (ঋণ ও অনুদানসহ) মঞ্জুর করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করছি।

১) আবেদনকারীগণের নাম	বয়স	পিতা / স্বামীর নাম	ঠিকানা (গ্রাম ও পোস্ট অফিস সহ)
ক)			
খ)			

২) প্রস্তাবিত প্রকল্প	মোট প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	অনুদান (টাকা)	এন.এস.টি.এফ.ডি.সি. ঋণ (টাকা) (অফিসে পূরণ করার জন্য)	নিজস্ব লগ্নী (যদি কিছু থাকে) (টাকা)
ক)				
খ)				

- ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পে জমি বা বাড়ীর বিবরণ : ক) নিজস্ব :
(যদি প্রয়োজন হয়) : খ) ভাড়া :
- ৪) আবেদনকারী / আবেদনকারীগণের মোট বাৎসরিক :
পারিবারিক আয়
- ৫) আবেদনকারী / আবেদনকারীগণ কোন্ আদিবাসী :
সম্প্রদায়ভুক্ত
- ৬) আবেদনকারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য ইতিপূর্বে কোন :
সরকারী প্রকল্পে কোন সাহায্য পেয়েছেন কিনা?
- পেয়ে থাকলে তার বিবরণ
- ৭) আবেদনকারী যে প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন সেই :
প্রকল্পে অন্য কোন ব্যাংক / বেসরকারী / সরকারী / আধাসরকারী
আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ পেয়েছেন কিনা?
- পেয়ে থাকলে নির্দিষ্ট তারিখ সহ বিবরণ

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত বিবরণ আমার / আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি / আমার পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে পরিচালিত আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা-র (ঋণ সম্পর্কিত) নিয়মাবলী মানতে বাধ্য থাকব। সেই সঙ্গে ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

স্থান :

তারিখ :

আবেদনকারী / আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর :

ক)

খ)

(২)

শংসাপত্র

- ১) শ্রীমতী পিতা / স্বামী
ঠিকানা অত্র সমিতির সদস্য। তাঁর সদস্য সংখ্যা ।
শ্রীমতী বা তাঁর পরিবারের সমিতিতে কোন খেলাপী ঋণ নেই।
- ২) এই প্রকল্পটিতে ঋণ বাবদ টাকা ও অনুদান বাবদ টাকা
মঞ্জুরী পেলে শ্রীমতী এর পরিবার দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে পারবে।
- ৩) শ্রীমতী একজন কর্মঠ ও উদ্যোগী মহিলা।
- ৪) শ্রীমতী এর অনুকূলে প্রকল্পটি মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করছি।

সভাপতি /সম্পাদক/ প্রশাসক

সমিতির সীল মোহর

প্রমাণপত্র

- ১) শ্রীমতী
গ্রাম/শহর পোস্ট অফিস
গ্রাম পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড নং জেলা
এই এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা।
- ২) তিনি তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জাতিতে (সাব-কাস্ট) :
- ৩) তাঁর পরিবারের বাৎসরিক সর্বমোট আয় টাকা।
- ৪) আমি ঘোষণা করছি যে উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ মঞ্জুর করলে আমি প্রত্যক্ষভাবে অথবা আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প অনুযায়ী কাজকর্ম চলছে কিনা তার উপর নজর রাখব এবং ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করলে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে নিগমের সঙ্গে সর্বকম সহযোগিতা করব।

সার্টিফিকেট প্রদানকারীর স্বাক্ষর

সীল ও তারিখ

সভাপতি/এক্সিকিউটিভ অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতি, বি.ডি.ও. /
এম.এল.এ./প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত/ গেজেটেড অফিসার (গ্রুপ ও
সার্ভিস)/ এস.ও., এস.সি.টি.ডব্লিউ., আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপক,
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম।

(৩)

॥ তদন্ত প্রতিবেদন ॥

- ১) উপভোক্তার নাম ঃ-
- ২) পিতা/স্বামীর নাম ঃ-
- ৩) ঠিকানা ঃ-
- ৪) উপভোক্তা কোন ল্যাম্প সমিতির সদস্য ঃ-
- ৫) প্রকল্পের নাম ঃ-
- ৬) মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ- ক) অনুদান টাকা।
খ) ঋণ টাকা।
মোট টাকা।
- ৭) অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ আছে? ঃ-
- ৮) ক) তপশিলী উপজাতির শংসাপত্র (প্রধানের) আছে? ঃ- সম্প্রদায় ঃ-
খ) আয়ের শংসাপত্র (প্রধানের) আছে? - বার্ষিক পারিবারিক আয় কত?
- ৯) কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যাবে?
(প্রানীর ক্ষেত্রে গরু, ছাগল, মুরগী, শূকর) ঃ-
- ১০) প্রতিমাসে মোট কত টাকা উপার্জন হবে? ঃ-
- ১১) প্রতিমাসে প্রকল্প চালাতে কত খরচ পড়বে? ঃ-
- ১২) বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে যেতে কত খরচ পড়বে? ঃ-
- ১৩) প্রতিমাসে কত টাকা কিস্তি দিতে হবে? ঃ-
- ১৪) একই জিনিস আরো অনেক তৈরী করছে কি? ঃ-
- ১৫) এর ফলে বাজারে দামের হেরফের হতে পারে কি? ঃ-
- ১৬) সব রকম খরচ বাদ দিয়ে মাসে নীট আয় কত হবে? ঃ-
- ১৭) প্রকল্পটি হাতে নিলে পরিবারটি দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পারবে কি? ঃ-
- ১৮) অন্যান্য/মন্তব্য ঃ-

(৪)

আমি তদন্ত প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে একমত হলাম। আবেদনকারী প্রকল্পটি হাতে নিয়ে স্বনির্ভর হতে চান। তিনি কর্মঠ ও উদ্যোগী। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাঁর সন্মুখে জাতিগত ও আয়ের শংসাপত্র দাখিল করেছেন। শ্রীমতী
..... কে দরখাস্তটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক /শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আঞ্চলিক/শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষর

শ্রীমতী

অনুকূলে প্রকল্পে টাকা

আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা মঞ্জুর করা হল। এই টাকার মধ্যে টাকা

এন.এস.টি.এফ.ডি.সি. থেকে ঋণ হিসাবে এবং টাকা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে

অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে।

পরিচালন অধিকর্তা

জুন ২০০৫